দি আর্ট অব ক্রস-এক্সামিনেশন

The Art of Cross-Examination

মূল : ফ্রান্সিস এল ওয়েলম্যান

ভাষান্তর : মুহম্মদ সাইফুল আলম

জেলা ও দায়রা জজ

- কীভাবে আপনার মামলায় জিতবেন
- একটি মামলার অধ্যয়ন এবং প্রস্তুতি
- মামলা জেতার কৌশল
- কীভাবে একটি মামলা অধ্যয়ন করবেন
- আপনি কীভাবে আদালতে একটি মামলা যুক্তিপ্রদর্শন করবেন
- কীভাবে একজন ভালো উকিল হওয়া যায়
- আরজি-জবাবের কৌশল
- ভালো উকিল তৈরি করা
- জেরার কলা কৌশল
- কার্যকর জেরার ইঙ্গিত
- জেরার কতিপয় ইঙ্গিত

ইউনিক ল বুক হাউস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : CHAPTER-I

সূচনা : (Introductory)..... ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : CHAPTER-II

জেরার পদ্ধতি : (The Manner of Cross-Examination)..... ১৮

তৃতীয় অধ্যায় : CHAPTER-III

জেরার বিষয় : (The Matter of Cross-Examination)..... ২৫

চতুর্থ অধ্যায় : CHAPTER-IV

মিথ্যা বলা সাক্ষীকে জেরা : (Cross-Examination of the Perjured Witness) ৩৫

পঞ্চম অধ্যায় : CHAPTER-V

বিশেষজ্ঞদের জেরা : (Cross-Examination of Experts) ৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : CHAPTER-VI

জেরার অনুক্রম : (The Sequence of Cross-Examination) ৭৭

সপ্তম অধ্যায় : CHAPTER-VII

নীরব জেরা : (Silent Cross-Examination) ৮১

অষ্টম অধ্যায় : CHAPTER-VIII

সাক্ষ্যের ভ্রমাত্মক ক্ষেত্রে জেরা : (Cross-Examination to the "Fallacies of Testimony")..... ৮৯

নবম অধ্যায় : CHAPTER-IX

সাক্ষীর ব্যক্তিত্ব ও সাক্ষের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে জেরা : (Cross-Examination to Probabilities—Personality of the Examiner, Etc.) ৯৭

দশম অধ্যায় : CHAPTER-X

সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে জেরা এবং এর অপব্যবহার : (Cross-Examination to Credit, and its Abuses)..... ১০৭

একাদশ অধ্যায় : CHAPTER-XI

বিখ্যাত কিছু জেরাকারী এবং তাদের জেরা করার পদ্ধতি :

(Some Famous Cross-Examiners and their Methods) ১১৩

দ্বাদশ অধ্যায় : CHAPTER-XII

মার্টিনেজ বনাম ডেল ভ্যালি-এর বিখ্যাত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের মামলায় মিস মার্টিনেজকে মাননীয় জোসেফ এইচ চোয়েট কর্তৃক জেরা : (The Cross-Examination Of Miss Martinez By Honjoseph H. Choate In the Celebrated Breach of Promise Case, Martinez V. Del Valle)..... ১২৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় : CHAPTER-XIII

পার্নেল কমিশনে স্যার চার্লস রাসেল কর্তৃক রিচার্ড পিগোটকে জেরা : (The Cross-Examination of Richard Pigott by Sir Charies Russell Berore The Parnell Commission) ১৮৫

চতুর্দশ অধ্যায় : CHAPTER-XIV

কার্লাইল ডব্লিউ হ্যারিসের মামলায় ডাক্তার– কে জেরা :

(The Cross- Examination of Dr.— in the Carlyle W. Harris Case)..... ১৯৯

পঞ্চদশ অধ্যায় : CHAPTER-XV

বেলভিউ হাসপাতালের মামলা : (The Bellevue Hospital Case)..... ২০৯

ষোড়শ অধ্যায় : CHAPTER-XVI

রাষ্ট্রপতি গারফিল্ডের হত্যাকারী গুইটোরকে

মি. জন কে. পোর্টার কর্তৃক জেরা : (The Cross-Examination of Guiteau, The Assassin of President Garfield, by Mr. John K. Porter)..... ২৩১

সপ্তদশ অধ্যায় : CHAPTER-XVII

লেইডল বনাম সেজ (দ্বিতীয় বিচার) মামলায় সম্মানিত জোসেফ এইচ চোয়েট কর্তৃক রাসেল সেজকে করা জেরা : (The Cross-Examination of Russell Sage in Laidlaw V. Sage (Second Trial) by Hon, Joseph H. Choate)..... ২৪৭

অষ্টদশ অধ্যায় : CHAPTER-XVIII

সাক্ষীদের পরীক্ষার স্বর্ণসূত্র : (Golden Rules for the Examination of Witnesses) ২৬১

কীভাবে আপনার মামলায় জিতবেন!

(স্যার গ্রিমউড মেয়ার্স, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, এলাহাবাদ হাইকোর্ট) ২৬৭

একটি মামলার অধ্যয়ন এবং প্রস্তুতি

এম.এল. চতুর্বেদী, প্রাক্তন বিচারক, এলাহাবাদ হাইকোর্ট ২৭৫

মামলা জেতার কৌশল

রাম লভয়া, প্রাক্তন বিচারক, আসাম ও নাগাল্যান্ড হাইকোর্ট..... ২৮০

কীভাবে একটি মামলা অধ্যয়ন করবেন?

লছমন দাস কৌশল, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট-জেনারেল, পেপসু হাইকোর্ট)..... ২৯০

আপনি কীভাবে আদালতে একটি মামলায় যুক্তিপ্রদর্শন করবেন?

(ড. কে.এন. কাটজু, এম. এ. এল এল ডি. ডি লিট) (M.A., LL.D., D. Lit.) ২৯৬

কীভাবে একজন ভালো উকিল হওয়া যায়

(ডিএন সিনহা, প্রধান বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট) ৩০১

আরজি–জবাবের কৌশল

(ডাঃ বি. মালিক, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, এলাহাবাদ হাইকোর্ট)..... ৩০৮

ভালো উকিল!" তৈরিকরা ৩১৩

জেরার কলা কৌশল

(লয়েড পল স্ট্রাইকার) ৩১৫

কার্যকর জেরার ইঙ্গিত

(কেলউইন ডাবলিউ হল্ট)..... ৩৩৪

জেরার কতিপয় ইঙ্গিত

(মার্ক ডেনিস) ৩৩৬

প্রথম অধ্যায়
CHAPTER-I

সূচনা
Introductory

"একটি মামলার সিদ্ধান্ত বক্তব্যের উপর বিচার্য বিষয় কদাচিৎই নির্ভর করে এবং এর দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয়। কিন্তু এটি কখনোই দেখা যায় না যে, কোনো বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছে আর সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রধানত আইনজীবী যে দক্ষতা সহকারে জেরা পরিচালনা করেছেন তার উপরে নির্ভর করে না।"

আইনজীবী হিসেবে দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল কর্মজীবনের শেষের দিকে ইংল্যান্ডের সেরা একজন আইনজীবী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এটি লেখা হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এবং এমন একসময়ে যখন প্রকাশ্যে বিচারে বাগ্মিতার অবস্থান শীর্ষে পৌঁছেছিল। বর্তমান সময়ে এটি আরো বেশি সত্য, যখন আমাদের আদালতে সেগুলো খুব কমই শোনা হয় যেগুলো একসময়ে 'মহান বক্তৃতা' হিসেবে খ্যাতি পেত। কারণ, আধুনিক পদ্ধতিতে আমাদের পেশাগত চর্চায় আদালতে বক্তৃতা এবং বক্তাদের বিকাশকে নিরুৎসাহিত করার প্রবণতা রয়েছে। আগেকার আমলের বক্তা যারা 'প্রভাব বিস্তারে' অভ্যস্ত ছিল, তারা এখন আগের তুলনায় কম জনপ্রিয়। যেমন লর্ড ব্রোহামের বক্তৃতাকে 'প্রভাব বিস্তারকারী' বলা হতো। আমাদের আধুনিক জুরিগণ বাগ্মিতার কৌশলকে এখনো আবেগপ্রবণ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হিসেবে উপভোগ করলেও সেগুলো সন্তোষজনক যুক্তিতর্ক হিসেবে অথবা এখন যেগুলোকে মামলার সার সংক্ষেপকরণ বা 'সংক্ষিপ্ত করণ' বলা হয়, সেই হিসেবে প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

আধুনিক জুরিগণ, বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে, প্রকৃত ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত, যারা নিজেদের জন্য চিন্তা করতে অভ্যস্ত, জীবনযাপনের পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ, নিজস্ব মতামত গঠন করতে এবং যথাযথ পার্থক্য তৈরিতে সক্ষম বর্তমানে জুরিগণ, সাধারণত সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ও যত্ন সহকারে দৃষ্টি রাখে সাক্ষ্য প্রমানের উপর এবং তাদের রয়েছে সত্য অনুধাবনের প্রখর শক্তি। এটি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয় যে, জুরিরা মানুষের স্বাভাবিক অক্ষমতাসম্পন্ন নয়, অথবা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে তারা ভুল পথে অনেকদূর পরিচালিত হয় না, বা অন্যায়ভাবে না হলেও তাদের ভুল ধারণা দ্বারা পরিচালিত নয়।

তবুও, বেশিরভাগ বিচারের ক্ষেত্রে, আধুনিক জুরিগণ এবং বিশেষ করে আধুনিক শহরের জুরিগণ, আমাদের বড় শহরগুলোতেই যেগুলোতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী মামলার বিচার হয়,–সেগুলোতে ঘটনার বিষয়ে অনুকরণীয় সিদ্ধান্তকারী হিসেবে জুরিগণ কর্তৃক বিচারিক প্রতিষ্ঠানের যেরূপ আকাঙ্ক্ষিত সেরূপ আশাব্যঞ্জক সংরক্ষকের অনুরূপ হয়।

আমি জানি যে, আমার পেশার অনেক সদস্য এখনো জুরি কর্তৃক বিচারের বিষয়ে উপহাস করে থাকে। অবশ্য, এ ধরনের ব্যক্তি– অসফল ও অসন্তোষজনকদের মধ্যে না থাকলেও কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা আদালতে পেশাগত চর্চা করে থাকলেও তা খুব কমই করছে, অথবা তারা আমাদের পেশার সেই ক্রমবর্ধিষ্ণু অংশের, যারা আদালতে তাদের পেশাগত চর্চা ত্যাগ করেছে এবং ব্যবসায়িক আইনজীবীর অনুরূপ তাদের অর্ধবিত্ত গড়ে তুলেছে, যা এক যুগ আগে তারা আইন পেশার মাধ্যমে কখনো চিন্তা করেনি কিন্তু যারা সুযোগের সাথে বিরল ব্যবসায়িক সক্ষমতাকে সংমিশ্রণ করে তাদের শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে এসেছে, বিশেষ করে তাদের ব্যবসায়িক আইনের জ্ঞান–বৃহত্তম বাণিজ্যিক উদ্যোগ, সংমিশ্রন, গঠন ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এবং এভাবে ব্যবসা হিসেবে আইনের চর্চা করতে এসেছে।

এ ধরনের লোকদের নিকটে এই বইটি হলো এমন প্রকৃতির বই যেখানে তারা একেবারেই কম আগ্রহ অনুভব করবে। এটি তাদের জন্য যারা নিজেদের পছন্দ বা সুযোগের জন্য সকল ধরনের শ্রমসাধ্য আইনগত কার্যক্রমে বা আদালতে মামলার বিচারে জড়িত হয়েছে বা এগুলোতে জড়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। যেখানে অনুসরণীয় উপদেশ ও অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে নির্দেশিত করা হয়।

প্রায়শ এটি সত্যিকারভাবেই বলা হয়ে থাকে যে, আমাদের মধ্যে অনেক ভালো আইনজীবী, আমি বিশেষভাবে এখন নিউইয়র্ক সিটির কথা বলছি–আদালতে পেশাগত চর্চা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন কারণ মামলার প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন কিছু এলাকায় এমনভাবে ঘটছে যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যসংক্রান্ত মামলাগুলোও আদালতে সিদ্ধান্তের জন্য কদাচিৎ পৌঁছাচ্ছে। আমাদের ব্যবসায়ীরা তাদের সমস্যাগুলোর আপসকে প্রাধান্য দেয় অথবা ক্ষতি মেনে নেয়, মামলা দায়ের না করে, যা দায়ের করলে আদালতে তাদের মামলার শুনানি শুরু হওয়ার জন্য তিন বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে অনেক মামলার চাপে থাকা। তথাপিও প্রতিবছর একই ধরনের বা অন্য কোনো ধরনের ৬০০০ মামলায় বিচার করা হচ্ছে এবং নিষ্পত্তি হচ্ছে শুধু ম্যানহাটন কাউন্টিতে।

এই সংকট শুধু বিচারকের ঘাটতির জন্য নয়; অথবা তারা সক্ষম বা বিচক্ষণ ব্যক্তি নয় এজন্য নয়; বরং আমার কাছে মনে হয়েছে এর জন্য প্রধানত দায়ী বারের সদস্য হিসেবে যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরে যেকোনো আইনজীবীকেই সর্বোচ্চ আদালতে পেশাগত চর্চা করতে দেওয়া আমেরিকার সকল আদালতের প্রচলিত ত্রুটি। যুক্তরাষ্ট্রে আমরা ব্যারিস্টার এবং সলিসিটরদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না; আমরা সকলেই পর্যায়ক্রমে ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর। আদালতে নিয়মিত যাতায়াতে একজন ব্যক্তি এই মর্মে সন্তুষ্ট হবে যে, যতদিন

পর্যন্ত নিউইয়র্ক কাউন্টি বারের সকল সদস্য আদালতে হাজির হওয়ার সুযোগ পাবে এবং তাদের নিজেদের মক্কেলের মামলার বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ততদিন পর্যন্ত অনেক সংখ্যক মামলাই ভুলভাবে পরিচালনা করা হবে এবং তাতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের অপচয় হবে।

আদালতে মামলা পরিচালনা করা হলো একটি অদ্ভুত কৌশল আইন শিখে থাকলেও; যার সাথে অনেক মানুষ পরিচিত নয় এবং যেক্ষেত্রে একজন আইনজীবীর প্রত্যেক বছর আদালতে মাত্র একটি বা কতিপয় মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে সে কখনোই বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আইনজীবী হতে পারে না। আমি আমার মক্কেলদের উদ্দেশ্যে বলছি না যারা প্রায়শ এই অনুমান করে থাকে যে, আমরা উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন উপযুক্ত আইনজীবী হওয়ার কারণে আমরা তাদের মামলার বিচার করতে সক্ষম; আমি আদালতের জন্য বলছি, আদালতের দিনপঞ্জিতে মামলার আধিক্যের বিরুদ্ধে এবং এর ফলে মূল্যবান ব্যবসা সংক্রান্ত মামলাগুলোতে নজর না দেওয়ার বিরুদ্ধে।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ দ্বারা মামলা গঠনে মামলার বিচারে অভিজ্ঞ কারও একজন অনেক জ্ঞানীর অনভিজ্ঞ আইনজীবীর লাগা সময়ের বড়জোর চার ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগে না। তার মামলা যথাযথভাবে প্রস্তুত এবং অনুধাবন করতে হবে বিচার শুরু হওয়ার পূর্বে। যথাযথ কম শব্দে আইনগত বিষয় এবং ঘটনাগত বিষয় পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করতে হবে এবং আদালতে ও জুরিগণের নিকটে উপস্থাপন করতে হবে। সে এ পদ্ধতিতে আইনগত প্রশ্নে অনেক ভুল রুলিং ও সাক্ষ্য এড়িয়ে যাবে যা বর্তমানে আপিলে অনেক রায়ের ফল পাল্টে দিচ্ছে। সে শুধু সংক্ষিপ্ত সময়ে তার বিচার সম্পূর্ণ করবে না বরং সে তার মামলায় ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আসবে যার বিরুদ্ধে আপিল নাও করা যেতে পারে অথবা যদি আপিল করা হয় তবুও উচ্চতর আদালত সিদ্ধান্তকে রক্ষণ করবে, পুনরায় বিচারের জন্য প্রেরণ করে অন্য একজন বিচারক ও জুরি কর্তৃক সময় নষ্ট করে সম্পূর্ণ কাজ আবার করার পরিবর্তে।[১]

এই ঘটনাগুলো বর্তমানে প্রতি বছরে অনেক বেশি মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং আমাদের স্থানীয় আদালতগুলোতে বিচার কার্যক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আইনজীবীদের ক্রমবর্ধমান উপদল ইতোমধ্যেই আছে যারা তাদের সময়ের একটি বড় অংশ আদালতে পেশাগত চর্চায় ব্যয় করছে।

এ পর্যন্ত অল্প কিছু সংখ্যক আইনজীবী তাদের মক্কেলদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখে শুধু যদি ইতোমধ্যেই মক্কেলরা প্রতিনিধিত্ব করে থাকে তাদের নিজেদের কৌসুলিদের মাধ্যমে। এটি সন্তোষজনক যে, আমাদের নেতৃস্থানীয় কিছু আইনজীবী, যারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় আইন পেশার চর্চা বাদ দিয়েছেন সরকারি কর্মে ঢোকার জন্য, তারা আইন পেশায় পুনরায় আসার সময়, অন্ততপক্ষে তাদের নিজেদের পেশায় ব্যারিস্টার এবং সলিসিটরদের মধ্যে ইংরেজ পার্থক্যের স্বীকৃতি প্রদান করে, তাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে সেসব মক্কেলের মামলা

---

১. আদালতের পরিসংখ্যান মোতাবেক বর্তমানে ম্যানহাটন বরোতে ৩৩ শতাংশ বিচার করা মামলায় আপিল করা হয় এবং আপিল করা মামলার ৪২ শতাংশের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় এবং সেগুলো পুনরায় বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
CHAPTER-II

জেরার পদ্ধতি
The Manner of Cross-Examination

জেরার প্রকৃতি সহজভাবে ব্যাখ্যার জন্য এটি দেখানোই যথেষ্ট যে, ঘটনাগত বিষয়ের পরীক্ষা করা হচ্ছে, এরূপ প্রত্যেক বিচারে এটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিষয় মামলার পর্যায়ে পৌঁছায় না যদি সেখানে দুটি পক্ষ না থাকে। যদি এক পক্ষের সাক্ষীগণ অন্য পক্ষের কোনো বক্তব্য অস্বীকার করে বা সেখানে কোনো শর্ত আরোপ করে, তা হলে কোনো পক্ষের বক্তব্য সত্য? কোনো পক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়–যেহেতু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ মনে করে সাধারণভাবে তার থেকে কম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা আদালতে বলা হয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো কোন পক্ষ সৎভাবে ভুল করছে?–অন্যদিকে মানুষ যা মনে করে তার থেকে সাক্ষ্য অনেক কম বিশ্বাসযোগ্য। তাই কোন পক্ষের বক্তব্য পক্ষপাতিত্বপূর্ণ বা অজ্ঞতাপ্রসূত? কোন পক্ষের ক্ষমতা বা সুযোগ ছিল সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত প্রদানের? কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত প্রদানকারী নিরপেক্ষ জুরিগণের নিকট প্রদর্শন করব যে, কোন পক্ষ সঠিক অবস্থানে ছিল? অবশ্যই জেরার মাধ্যমে।

যদি সকল সাক্ষীর সামনে আসার সততা ও বুদ্ধিমত্তা থাকত এবং যথাযথভাবে "সত্য বলার, সামগ্রিকভাবে সত্য বলার এবং সত্য ব্যতীত অন্য কোনো কিছু না বলার," শপথের বিষয়বস্তু অনুসরণ করার এবং যদি প্রত্যেক পক্ষের সকল আইনজীবীর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা থাকত সততা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং যদি তারা শপথবদ্ধ হতো সামগ্রিকভাবে সত্য উদ্‌ঘাটনে এবং সত্য ব্যতীত অন্য কোনো কিছু উদ্‌ঘাটন না করতে, তবে অবশ্যই জেরার কোনো প্রয়োজন থাকত না, জেরার পেশা বিলুপ্ত হতো। কিন্তু এখন পর্যন্ত মিথ্যা থেকে সত্য আলাদা করার উপায় হিসেবে এবং অতিরঞ্জিত বক্তব্য সততার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসার উপায় হিসেবে, জেরার অনুরূপ কোনো বিকল্প পাওয়া যায়নি।

এই ব্যবস্থা বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের মতোই পুরানো। এমনকি আজ পর্যন্ত এথেন্সের যুবকদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার মারাত্মক অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্রেটিসের নালিশকারী মিলেটাসকে সক্রেটিস কর্তৃক জেরার যে বর্ণনা প্লেটো দিয়েছেন, সেটির উদ্ধৃতি প্রদান করা যায় অনন্য উদারণ হিসেবে জেরার কৌশলের ।

সাধারণভাবে জেরাকে বিবেচনা করা হয় আইনজীবীদের বহুবিধ কর্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাখা হিসেবে। কোনো কৌশলের সফলতা, যেভাবে একটি প্রবাদ রয়েছে, সেভাবে সেই